## আলোকিত বাংলাদেশ

# ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে তুরস্কের অধ্যাপকের সাক্ষাৎ

**আলোকিত ডেস্ক :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তুরস্কের ফিরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেহমেত চাবাস। গত বৃহস্পতিবার ঢাবি উপাচার্যের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তুরস্কের ফিরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং গবেষক বিনিময় নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। পরে, অধ্যাপক ড. মেহমেত চাবাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ-এর সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। অধ্যাপক ড. মেহমেত চাবাস ২৫ জুন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং রোবটিক্স অ্যান্ড মেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে 'Nanomaterials and Optical Sensors' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সূত্রঃ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## দৈনিক শিক্ষাডটকম

# ঢাবিতে মৌলিক ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

দৈনিক শিক্ষাডটকম প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ২৭ জুন, ২০২৫ ০৬:৪৭ অপরাহ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যুব রেড ক্রিসেন্ট (আরসিওয়াই)-এর যৌথ উদ্যোগে মৌলিক ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক দু'দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়েছে আজ।

শুক্রবার (২৭ জুন) অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. নাফিজা ফেরদৌসি এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালক মো. রেজাউল করিম অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ মানবিকমূল্যবোধ ধারণ করে অসহায় ও বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা মানুষের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তারাই প্রকৃত মানুষ। একটি উদার ও মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি দক্ষ তরুণ সমাজ গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই।

শিক্ষাসহ সব খবর সবার আগে জানতে দৈনিক আমাদের বার্তার ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন। ভিডিয়োগুলো মিস করতে না চাইলে এখনই দৈনিক আমাদের বার্তার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন ক্লিক করুন। বেল বাটন ক্লিক করার ফলে আপনার স্মার্ট ফোন বা কম্পিউটারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯



## জনকণ্ঠ

# ঢাবির স্যার এ এফ রহমান হলে প্রকাশ্যে ধূমপান করলে জরিমানা

**জনকণ্ঠ ডেস্ক ॥** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) স্যার এ এফ রহমান হলে প্রকাশ্যে ধূমপান করলে ২০০ টাকা জরিমানা এবং ইয়াবা, গাঁজা বা অন্য কোনো মাদক সেবনের প্রমাণ মিললে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে হল থেকে বহিষ্কার করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন হলটির প্রাধ্যক্ষ ড. কাজী মাহফুজুল হক (সুপণ)। শুক্রবার জুমার নামাজের পর হল মসজিদে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ ঘোষণা দেন তিনি।

প্রাধ্যক্ষ বলেন, 'যদি কোনো শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মাদক সেবনের অভিযোগের প্রমাণ মেলে, তবে তার অভিভাবকের উপস্থিতিতে তাকে হল থেকে বহিষ্কার করা হবে। আর কেউ প্রকাশ্যে ধূমপান করলে প্রচলিত আইনে ২০০ টাকা জরিমানা করা হবে।'

তিনি বলেন, 'তোমরা একাত্তর দেখোনি, কিন্তু আমরা যারা ৯০-এর জুলাই অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছি, জানি এই সময়টা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যারা ছাত্র-জনতার জুলাই অভ্যুত্থানে অংশ নিয়ে বাংলাদেশে এক নতুন পর্বের সূচনা করেছি, তাদের কাছে জুলাই যেরকম গুরুত্বপূর্ণ তেমনি একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের কাছেও একাত্তর সমান গুরুত্বপূর্ণ।'

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, 'তোমাদের ধন্যবাদ যে, তোমরা কোনো ধরনের মব সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত না। বিগত সময়ে যেমন সাইকেল চোরকে ধরিয়ে দিয়েছিলে- আমি তাকে হল থেকে বের করে দিয়েছি। তেমনি তোমরা আমাকে অবগত করেছো বলেই আজকে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

উল্লেখ্য, স্যার এ এফ রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ কাজী মাহফুজুল হক (সুপণ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। এ ছাড়াও সদ্য প্রকাশিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে অনুষ্ঠিত বিতর্কিত তিনটি জাতীয় নির্বাচনে (২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪) অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের জন্য হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি শামীম হাসনাইনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে। গঠিত পাঁচ সদস্যের এ কমিটির চার সহযোগী তদন্ত কর্মকর্তার মধ্যে তিনি একজন।

## যায়যায়দিন

# প্রকাশ্যে ধূমপান করলে জরিমানা : ঢাবি প্রশাসন

■ যাযাদি রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) স্যার এ এফ রহমান হলে প্রকাশ্যে ধূমপান করলে ২০০ টাকা জরিমানা এবং ইয়াবা, গাজা বা অন্য কোনো মাদক সেবনের প্রমাণ মিললে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে হল থেকে বহিষ্কার করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন হলটির প্রাধ্যক্ষ ড. কাজী মাহফুজুল হক (সুপণ)। শুক্রবার জুমার নামাজের পর হল মসজিদে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ ঘোষণা দেন তিনি।

ড. কাজী মাহফুজুল হক বলেন, 'যদি কোনো শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মাদক সেবনের অভিযোগের প্রমাণ মেলে, তবে তার অভিভাবকের উপস্থিতিতে তাকে হল থেকে বহিষ্কার করা হবে। আর কেউ প্রকাশ্যে ধূমপান করলে প্রচলিত আইনে ২০০ টাকা জরিমানা করা হবে।'

তিনি বলেন, 'তোমরা একাত্তর দেখনি কিন্তু আমরা যারা ৯০-এর জুলাই অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছি, জানি এই সময়টা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যারা ছাত্র-জনতার জুলাই অভ্যুত্থানে অংশ নিয়ে বাংলাদেশে এক নতুন পর্বের সূচনা করেছি, তাদের কাছে জুলাই যেরকম গুরুত্বপূর্ণ তেমনি একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেয়া মুক্তিযোদ্ধাদের কাছেও একাত্তর সমান গুরুত্বপূর্ণ।'

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি আরো বলেন, 'তোমাদের ধন্যবাদ, তোমরা কোনো ধরনের মব সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত না। বিগত সময়ে যেমন সাইকেল চোরকে ধরিয়ে দিয়েছিলে- আমি তাকে হল থেকে বের করে দিয়েছি। তেমনি তোমরা আমাকে অবগত করেছো বলেই আজকে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

উল্লেখ্য, স্যার এ এফ রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ কাজী মাহফুজুল হক (সুপণ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। এ ছাড়া সদ্য প্রকাশিত, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে অনুষ্ঠিত বিতর্কিত তিনটি জাতীয় নির্বাচনে (২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪) অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের জন্য হাই কোর্টের সাবেক বিচারপতি শামীম হাসনাইনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে। গঠিত পাচ সদস্যের এ কমিটির চার সহযোগী তদন্ত কর্মকর্তার মধ্যে তিনি একজন।

## Dhaka Tribune

Ducsu, often dubbed the 'second parliament of Bangladesh,' has played a pivotal role in the country's political history. Despite widespread student demands for the direct election of the Ducsu president, the final amended constitution retains the VC in this role, albeit with certain limitations. Photo shows the Ducsu building MEHEDI HASAN/DHAKA TRIBUNE

# High expectations for Ducsu election as students demand reforms

- Students see rare chance for fair polls
- VC's role as Ducsu president sparks opposition
- Concerns remain over influence of BCL

Samsuddoza Nabab

After years of dormancy, the Dhaka University Central Students' Union (Ducsu) is preparing for elections amid intense debates over constitutional reforms.

While the university administration has announced the formation of an election commission and introduced some amendments to address student concerns, major student organizations are holding high expectations—especially given that this is an interim government period and the elections are seen as a chance to address long-standing structural challenges.

However, the Ducsu election commission maintains that it does not see any problems so far.

The primary controversy centers on the Vice-Chancellor's role as the ex-officio president of Ducsu—a position opposed by nearly all active student organizations.

Despite widespread student demands for the direct election of the Ducsu president, the final amended constitution retains the VC in this role, albeit with certain limitations on unilateral decision-making powers.

Major student organizations remain firm in their demand for foundational reforms.

Vice-Chancellor Dr Niaz Ahmed Khan and Ducsu Chief Returning Officer Dr Mohammad Zashim Uddin confirmed to Dhaka Tribune that the amendments were approved by the university's Syndicate, the highest policy-making body.

Dr Mohammad Zashim Uddin said approximately two months would be needed to hold the elections.

Ducsu, often dubbed the "second parliament of Bangladesh," has played a pivotal role in the country's political history—especially during the Language Movement, the 1970s pro-independence movement, and the 1971 Liberation War, where

» PAGE 9 COLUMN 2

# High expectations for Ducsu election as students demand reforms

« PAGE 1 COLUMN 5

students were at the forefront. It has also produced many of the country's future political leaders.

According to student leaders, the road to Ducsu elections is riddled with obstacles. One major concern is the lingering influence of former Bangladesh Chhatra League (BCL) members in dormitories. The legacy of past abuses and the general negative perception surrounding student politics—particularly under BCL—continues to affect student attitudes.

Despite these concerns, student organizations are cautiously optimistic. Many view this as a historic opportunity to build more transparent and participatory student governance, especially under the relatively neutral environment of an interim government. However, questions remain as to whether the structural issues at the heart of Ducsu have been adequately addressed.

### Student proposals and university administration's response

Almost all active student organizations have opposed the Vice-Chancellor remaining as Ducsu president by virtue of office.

"If we want a student-friendly Ducsu, essential reforms must be made to the constitution. We demanded a directly elected president," said Nahiduzzaman Shipon, General Secretary of the DU unit of Bangladesh Jatiyatabadi Chhatra Dal (JCD), speaking to Dhaka Tribune on Wednesday.

"If they're even willing to consider giving Ducsu the authority to amend its own constitution, then we may move toward elections. Otherwise, even we aren't sure what's going to happen," said Meghmallar Bosu, President of the DU unit of Bangladesh Student Union (BSU).

Nonetheless, the finalized amended constitution retains the VC as Ducsu president, with some curbs on unilateral authority.

Dr Niaz Ahmed Khan told Dhaka Tribune on Thursday that most student proposals were accommodated.

"The VC will no longer make decisions unilaterally. Any such decision must now be approved by the Syndicate and Senate. Moreover, legal cases can be filed against the VC or Ducsu president," he said.

"From my side, I have tried to rationalize the VC's power as much as possible."

However, some student leaders remain skeptical.

"While all organizations support reforms, there's no unified move toward consensus on basic reforms. We reject the current framework used by the university administration," said Abdul Kader, Convener of the DU unit of Bangladesh Democratic Student Council (BDSC).

"We find the reform measures inadequate and unacceptable. The so-called consultations with the Syndicate or Executive Committee are vague, and the presence of the VC as chairperson in these forums remains effectively mandatory," said Mohiuddin Khan, General Secretary of the DU unit of Islami Chhatra Shibir.

Dr Mohammad Zashim Uddin, however, maintains a different view.

"The Ducsu president has never interfered with student representatives, and there is no historical record of such interventions," he told Dhaka Tribune.

He added that the VC's role in Ducsu is largely symbolic and provides a necessary baseline of governance.

But DU JCD argued that if the president is not directly elected, students will remain excluded from the university's highest policy-making bodies.

"Even if the VC's power is reduced and decisions are handed over to the Syndicate and Senate, the lack of student representation there will allow authoritarian structures to persist," Shipon said.

DU BSU echoed this, calling for democratic reform of Ducsu's structure.

"The constitution should be changeable via referendum or through majority decisions by elected Ducsu representatives—but even that right currently doesn't exist," said Meghmallar.

"The university administration is fixated on holding Ducsu elections at any cost—everything else seems secondary," Kader added.

DU Shibir also expressed concern over the VC's overwhelming authority.

"But if Ducsu is delayed again or obstructed now, we fear destabilizing forces could exploit the situation further," said Mohiuddin.

### Challenges

DU JCD remains concerned about the continued presence of former BCL activists in DU dormitories.

"Allowing them unrestricted movement on campus makes it impossible to ensure a fair environment," said Shipon.

He warned that BCL might attempt to exploit incidents to create political disturbances.

"This could severely damage the unity that students have recently begun to build—both on campus and nationally."

DU BDSC pointed to a lack of trust in the administration, citing past actions.

"We wanted leaders elected from regular students, but now, with no age limits, many will contest after taking long breaks from studies," said Kader.

DU BSU raised alarms about outside interference.

"Even though Ducsu is not controlled by the political government this time, state agencies still show interest," Meghmallar said.

He cited an example from 2019, when the Special Branch was the first to request a translated version of the Ducsu constitution—before any student or journalist did.

"Although Gonorooms and Guestrooms have been formally abolished, political control and polarization still persist under the guise of apolitical student identities," he added.

DU Shibir stated that the lasting trauma of BCL oppression continues to shape student perceptions of politics.

"That's a major challenge. On top of that, some organizations are delaying the election process by setting conditions. This could hinder a spontaneous election," said Mohiuddin.

Despite all this, Dr Mohammad Zashim Uddin remained optimistic.

"So far, we don't see any challenges. But DU is a fragile space—anything can change in a moment," he told Dhaka Tribune.

### Hopes and aspirations

Dr Mohammad Zashim Uddin emphasized Ducsu's historical role in producing quality leadership.

"From seven post-independence elections, 1,365 leaders emerged; and from 14 elections during the Pakistan era, 4,720 leaders," he said.

He lamented the lack of regular elections.

"If state authorities had the will, we would have seen 27 elections by now—one every two years."

DU JCD emphasized fairness.

"We want an election that benefits all students equally—not a repeat of 2019, which merely benefited one group," said Shipon.

DU BDSC expressed hope that the administration would meet student demands, especially since this administration was formed during a student movement.

"We are encouraged by the announcement of the election commission," they added.

Kader suggested holding voting in academic areas with teachers as polling agents to reduce allegations of vote manipulation.

"We aren't overly optimistic, but if minimum conditions are met, we'll participate," said Meghmallar of DU BSU.

DU Shibir believes this election could be the most transparent yet—depending on how the administration conducts itself.

"Ending this long drought of elections is essential. The next Ducsu must represent students in the university administration through pressure and legitimacy," said Mohiuddin.

### The last Ducsu election

The last Ducsu election in March 2019 was held after nearly two decades. Candidates from the ruling Awami League's student wing, Bangladesh Chhatra League (BCL), won almost all positions—except for vice president, welfare secretary, and a few other posts.

Nurul Haque Nur, now President of Gono Odhikar Parishad, was elected Ducsu VP, while current NCP General Secretary Akhter Hossain won as Social Welfare Secretary. The election was conducted under the leadership of then Vice-Chancellor Dr Akhtaruzzaman during the Awami League government.

Though some praised Dr Akhtaruzzaman for finally holding the election, the process was widely criticized due to BCL dominance at polling centers and the delayed announcement of results.

This time, however, BCL is banned, with many top leaders either detained or in exile. As a result, this upcoming Ducsu election is expected to take place without their direct participation. Candidates from BNP-backed JCD, Jamaat-backed Shibir, NCP-backed BDSC, and other left-leaning parties are expected to dominate the field. ■

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯



## প্রথম আলো

সংক্ষেপে

ঢাকা

### জয়নুল গ্যালারিতে চলছে ‘হৃদকাব্যে প্রকৃতি’

শিল্পী রকিবুল হাসানের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী ‘হৃদকাব্যে প্রকৃতি’ শুরু হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে। গতকাল শুক্রবার ওসমান জামাল মিলনায়তনে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিল্পী অধ্যাপক আবদুস সাত্তার। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মামুন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক আজহারুল ইসলাম ও গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রেজা আসাদ আল হুদা। শিল্পী রকিবুল হাসান তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সঞ্চালনা করেন সায়মা আক্তার। প্রদর্শনীর শিল্পকর্মগুলোতে শিল্পী পাহাড়, নদী, সমুদ্রের ঢেউ, ভূপ্রকৃতির দৃশ্যসহ জীবনযাপনের বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। জয়নুল গ্যালারিতে চার দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী ৩০ জুন পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা সাড়ে ১১টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত সবার জন্য খোলা থাকবে।

**নিজস্ব প্রতিবেদক,** *ঢাকা*

## আমাদের সময়

### চারুকলায় ‘হৃৎকাব্যে প্রকৃতি’ প্রদর্শনী শুরু

**সাংস্কৃতিক প্রতিবেদক ●**

শিল্পী মো. রকিবুল হাসানের চিত্রকর্ম নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে শুরু হলো ‘হৃৎকাব্যে প্রকৃতি’ শীর্ষক ৪ দিনব্যাপী প্রদর্শনী। গতকাল শুক্রবার বিকালে চারুকলা অনুষদের ওসমান জামাল মিলনায়তনে এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রাচ্যকলা বিভাগের অধ্যাপক শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ডিন শিল্পী অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম চঞ্চল এবং গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শিল্পী রেজা আসাদ আল হুদা অনুপম।

নিখুঁত বাস্তববাদের অনুসরণ না করেও কীভাবে একটি জীবন্ত অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করা যায়, তার উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে উঠেছেন সমকালীন শিল্পী মো. রকিবুল হাসান। তার চিত্রকর্মগুলো যেন বাস্তব আর বিমূর্ততার মধ্যবর্তী এক ধূসর প্রান্তর, যেখানে দর্শক নিজেই নিজের অনুভব দিয়ে একটি দৃশ্য নির্মাণ করে নেন।

বিবিধ দর্শনের ছায়ায় গড়ে ওঠা রকিবুল হাসানের শিল্পকর্মগুলো কেবল প্রকৃতিকে চিত্রিত করে না; বরং প্রকৃতির মধ্যেই বসবাস করে, নিঃশ্বাস নেয় এবং ধ্যানস্থ হয়ে আমাদের অস্তিত্বের গভীরে ঢুকে পড়ে। তার কাজে নিঃসঙ্গতার প্রতিরূপ হয়ে ওঠায় দাঁড়িয়ে থাকা গাছ, নদী ও নারী, প্রকৃতি গবাক্ষে চলমান গরু, যেখানে আকাশে হেলান দিয়ে কাত হয়ে আছে ঘুমন্ত পাহাড়, অলৌকিক কুয়াশা, রঙে রাঙ্গা মাছরাঙা, ভোরের একাকী দোয়েল কিংবা নিস্তব্ধ কোনো মাঠ- এসব কিছুকে দেখা যায় একেকটি জীবন্ত প্রতীকীরূপে। শুধু তাই নয়, প্রাচ্যের নারী প্রতিকৃতি, গৃহকর্মে লিপ্ত মানুষ অথবা প্রাকৃতিক আড়ালে কোনো বিমূর্ততায় দাঁড়িয়ে থাকা মানবশরীর- সবকিছুই যেন প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে গেছে। রকিবুল হাসান তার চিত্রকর্মে প্রকৃতি, মানুষ, পাহাড়, নদী, মেঘ, সমুদ্রের ঢেউ ইত্যাদি তুলে ধরেছেন। বেলা সাড়ে ১১টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে প্রদর্শনীর গ্যালারি। আগামী সোমবার শেষ হবে এ প্রদর্শনী।